﴿٩٤﴾ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۭ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ

৯৪। ইয়া'তাযিরূনা ইলাইকুম্ ইযা- রাজ্বা'তুম্ ইলাইহিম, কুল্ লা- তা'যিরূ লান নু'মিনা লাকুম
(৯৪) যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের সামনে ওজর পেশ করবে। আপনি বলুন, তোমরা ওজর পেশ কর না। আমরা তোমাদেরকে কখনই

قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۭ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ

ক্বাদ নাব্বাআনাল্লা-হু মিন্ আখ্বা-রিকুম; ওয়া সাইয়ারাল্লা-হু 'আমালাকুম্ ওয়া রাসূলুহূ ছুম্মা তুরাদ্দূনা
বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সকল তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন এবং শীঘ্রই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যসমূহ দেখবেন অতঃপর তোমরা

اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٥﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ

ইলা 'আ-লিমিল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি ফাইউনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ৯৫। সাইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি
প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার নিকট যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে। (৯৫) তারা তখন তোমাদের

لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز

লাকুম ইযানক্বালাবতুম ইলাইহিম লিতু'রিদ্বূ 'আন্হুম ; ফাআ'রিদূ 'আন্হুম, ইন্নাহুম রিজ্বসুঁও
সামনে আল্লাহর শপথ করবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। তাই তোমরা তাদেরকে বর্জন করবে। নিশ্চয়ই

وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا

ওয়া মা'ওয়া-হুম জ্বাহান্নাম, জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নু ইয়াক্সিবূন। ৯৬। ইয়াহ্বলিফূনা লাকুম লিতারদ্বাও
তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বিনিময় তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৯৬) তারা এজন্য তোমাদের সামনে শপথ করে যে,

عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

'আন্হুম, ফাইন তারদ্বাও 'আন্হুম ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ারদ্বা- 'আনিল্ক্বাওমিল্ ফা-সিক্বীন।
তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও, আল্লাহ পাপী লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

﴿٩٧﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

৯৭। আল্ আ'রা-বু আশাদ্দু কুফরাওঁ ওয়া নিফা-ক্বাওঁ ওয়া আজ্বদারু আল্লা-ইয়া'লামূ হুদূদা মা~আন্যালাল্লা-হু
(৯৭) বেদুঈন লোকেরা কুফরী ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ যা তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তার

عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ

'আলা- রাসূলিহ, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম। ৯৮। ওয়া মিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মা- ইউন্ফিক্বু
সীমা জানবার অযোগ্য। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৮) এবং বেদুঈনদের মধ্যে কতিপয় এমন আছে যারা যা কিছু ব্যয় করে

○ টীকা (আঃ ৯৫) ঃ কেননা, মুনাফেকী ও বিরোধিতার কারণে তাদের হৃদয় অপবিত্র হয়ে রয়েছে। তাদের আচরণে বাধা দিলে কোন সংশোধনের আশা নেই। অতএব, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই সঙ্গত। ○ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আলোচ্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে তিন প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে– (ক) তাদের ওযর পেশ করার উত্তরে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা ওযর পেশ করো না, আমরা তা বিশ্বাস করি না। (খ) তাদের স্বাধীন আচরণে বাধা না দিয়ে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। (গ) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা, খোদা যখন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, তখন মু'মিনদের জন্যও তা নিষিদ্ধ। (বঃ কোঃ)

سَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

মাগ্‌রামাওঁ ওয়া ইয়াতারাব্‌বাসু বিকুমুদ্দাওয়া—য়ির; 'আলাইহিম দা—য়িরাতুস্‌সাওয়; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।
তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের অপেক্ষা করছে। দুর্দিনের পালা তাদের উপরই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ۝٩٩

৯৯। ওয়া মিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়াইয়াত্তাখিযু মা ইউন্‌ফিকু
(৯৯) বেদুঈনদের কেউ কেউ এমনও আছে যে, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু ব্যয় করে

قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ

কুরুবা-তিন 'ইন্‌দাল্লা-হি ওয়া স্বালাওয়া-তির রাসূল, আলা~ইন্নাহা- কুর্‌বাতুল্লাহুম, সাই'উদখিলুহুমুল্লা-হু
তা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে, মনে রেখ, তা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভেরই মাধ্যম। তাদেরকে আল্লাহ দাখিল

فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١٠٠ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

ফী রাহ্‌মাতিহ, ইন্নাল্লা-হা গাফূরুররাহীম। ১০০। ওয়াস্‌সা-বিকূনাল্ আউওয়ালূনা মিনাল মুহা-জিরীনা
করবেন তাঁর রহমতের মধ্যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০০) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۙ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ

ওয়াল আন্‌সা-রি ওয়াল্লাযীনাত্তাবা'উহুম বিইহ্‌সা-নির রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম ওয়া-রাদ্বূ 'আনহু ওয়া
অগ্রগামী এবং যারা আন্তরিকতার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আর

أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

আ'আদ্দা লাহুম জান্না-তিন তাজ্‌রী তাহ্‌তাহাল আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা, যালিকাল্, ফাওযুল 'আজীম।
তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে, এটা বিরাট সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا

১০১। ওয়া মিম্মান হাওলাকুম মিনাল্ আ'রা-বি মুনা-ফিকূনা ওয়া মিন আহ্‌লিল্ মাদীনাতি মারাদূ
(১০১) তোমাদের চারপাশে বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক (রয়েছে)

عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ

'আলান্নিফা-ক্বি লা- তা'লামুহুম, নাহ্‌নু না'লামুহুম; সানু'আযিবুহুম মাররাতাইনি ছুম্মা ইউরাদ্দূনা
যারা মুনাফেকীতে দৃঢ়। আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব অতঃপর তারা

○ টীকা (আঃ ১০০) ঃ 'সাবেক এবং অগ্রবর্তী' বলতে সমস্ত মুহাজের ও আনছারকে, আর 'তাদের অনুগামী' বলতে সমস্ত মু'মিনদেরকে বুঝান হয়েছে। অনুগামীদের মধ্যে আনছার ও মুহাজের ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণও রয়েছেন। তাঁদের স্থান সাধারণ মু'মিনগণের উর্ধ্বে। দেখা যায়, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রবর্তিতা হিসাবেই ফযীলত ও মর্যাদার তারতম্য হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী লোকদের ঈমান আনয়ন দেখে পরবর্তী লোকেরা ঈমান এনেছে। কাজেই পূর্ববর্তী লোকগণ পরবর্তীদের পথ প্রদর্শক হলেন। মর্যাদার তারতম্য অনুসারে সওয়াবেরও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, অগ্রবর্তীগণ বেহেশতের উচ্চস্তর এবং উত্তম স্থান প্রাপ্ত হবেন এবং খোদার সন্তুষ্টিও অধিক লাভ করবেন। (বঃ কোঃ)

إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٢﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ

ইলা- 'আযাবিন 'আযীম। ১০২। ওয়া আ-খারূনা'তারাফূ বিযুনূবিহিম খালাতূ 'আমালান স্বা-লিহাঁও ওয়া আ-খারা

ভীষণ শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (১০২) এবং অপর কতিপয় লোক যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশিয়ে ফেলেছে নেক আমল ও খারাপ

سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

সাইয়্যিআ-; 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াতূবা 'আলাইহিম, ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ১০৩। খুয্ মিন্ আমওয়া-লিহিম

আমল, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৩) তাদের মালসমূহ হতে

صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

স্বাদাক্বাতান তুত্বাহ্হিরুহুম ওয়া তুযাক্কীহিম বিহা- ওয়া স্বাল্লি আলাইহিম, ইন্না স্বালা-তাকা সাকানুল্লাহুম;

আপনি সদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ১০৪। আলাম ইয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা হুওয়া ইয়াক্বালুত্ তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী

স্বরূপ। আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১০৪) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন?

وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى

ওয়া ইয়া'খুযুস্ স্বাদাক্বা-তি ওয়া আন্নাল্লা-হা হুয়াত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম। ১০৫। ওয়া কুলি'মালূ ফাসাইয়ারা

নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১০৫) আর আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ

اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ল্লা-হু 'আমালাকুম ওয়া রাসূলুহূ ওয়াল্ মু'মিনূন, ওয়া সাতুরাদ্দূনা ইলা- 'আ-লিমিল্ গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি

দেখবেন, এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও এবং অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ

ফাইউনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ১০৬। ওয়া আ-খারূনা মুরজাওনা লিআমরিল্লা-হি ইম্মা- ইউ'আযযিবুহুম

দিবেন যা তোমরা করতে। (১০৬) আর অন্য কতিপয় লোক রয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় সিদ্ধান্ত স্থগিত রয়েছে, তিনি তাদেরকে

وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٧﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا

ওয়া ইম্মা- ইয়াতূবু 'আলাইহিম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম। ১০৭। ওয়াল্লাযীনাত্ তাখাযূ মাসজিদান দিরা রাওঁ

শাস্তি দিবেন, না তাদের মাফ করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১০৭) আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধন ও

O শানে নুযূল (আঃ ১০৭) ঃ والذين اتخذوا مسجدا -মদীনার আবূ আমের নামের এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) বিরোধিতায় সর্বদাই মশগুল থাকত। বদর যুদ্ধের পর মদীনা শরীফ গিয়ে কাফিরদের সাথে একত্রিত হয় এবং অহুদ, হোনাইন যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পরিশেষে রোমের বাদশাহর কাছে গিয়েও তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেখান থেকে সে মুনাফিকদের কাছে একটি চিঠি লিখল যে, "তোমরা মসজিদে কোবার সামনে তোমাদের এলাকায় আমার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ কর। আমি মদীনায় যখন আসব তখন সেখানে বসে সকল কর্মসূচী নির্ধারণ করব। মুনাফিকরা মসজিদ নির্মাণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূকের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে নিশ্চিলেন এমনি সময় মসজিদ নির্মাণকারীদের কতিপয় লোক এসে তাঁকে উক্ত মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য অনুরোধ জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মসজিদে নামায পড়ার ওয়াদা দিলেন। তখন "মসজিদে যেরার" সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

وَكُفْرًا وَّتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن

ওয়া কুফ্রাওঁ ওয়া তাফরীক্বাম্ বাইনাল্ মু'মিনীনা ওয়া ইর্স্বা-দাল্লিমান্ হ্বারাবাল্ লা-হা ওয়া রাসূলাহূ মিন্

কুফরী করার জন্য এবং মুমিনগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদের জন্য ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা এর পূর্বে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ ও তাঁর

قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

ক্বাব্‌ল, ওয়ালা ইয়াহ্বলিফুন্না ইন্ আরাদ্‌না~ইল্লাল্‌হুসনা-, ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাহুম লাকা-যিবূন।

রাসূলের বিরুদ্ধে, তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছি অথচ আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٠٨ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن

১০৮। লা- তাক্বুম ফীহি আবাদান, লামাসজ্বিদুন উস্‌সিসা 'আলাত্তাক্বাওয়া- মিন্ আউওয়্যালি ইয়াওমিন্ আহ্বাক্কু আন্

(১০৮) আপনি কখনও দাঁড়াবেন না অবশ্য যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর, সেটাই যথাযথস্থান যে আপনি

تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ○

তাক্বূমা ফীহ; ফীহি রেজ্বালুই ইউহ্বিব্বূনা আই ইয়াতাত্বাহ্‌হারূ, ওয়াল্লা-হু ইউহ্বিব্বুল মুত্বত্বাহ্‌হিরীন।

সেখানে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র অর্জনকারীগণকে ভালবাসেন।

١٠٩ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ

১০৯। আফামান আস্‌সসা বুনইয়া-নাহু 'আলা-তাক্বওয়া- মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়ানিন্ খাইরুন আম্মান আস্‌সাসা

(১০৯) যে ব্যক্তি তাঁর ভবনের ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্থাপন করে সে উত্তম? না যে তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন

بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

বুনইয়া-নাহু 'আলা শাফা জুরুফিন্ হা-রিন ফান্‌হা-রা বিহী ফী না-রিজ্বাহান্নাম, ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বা-ওমায

করে এমন গর্তের কিনারায় যা ধ্বংসের মুখোমুখী। ফলে যা তাদেরসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে

الظَّالِمِينَ ١١٠ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ

যা-লেমীন। ১১০। লা ইয়াযা-লু বুনইয়া-নু হুমুল্লাযী বানাওরীবাতান ফী কুলূবিহিম ইল্লা ~আন্ তাক্বাত্ত্বা'আ

হেদায়াত করেন না। (১১০) তারা যে ভবন নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের

১৩ ع ১১ ২ রুকূ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١١ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ

কুলূবুহুম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বাকীম। ১১১। ইন্নাল্লা-হাশ্‌তারা- মিনাল্‌মু'মিনীনা আন্‌ফুসাহুম

অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে

وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

ওয়া আমওয়া-লাহুম বিআন্না লাহুমুল্ জ্বান্নাহ, ইউক্বাতিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়াক্বতুলূনা ওয়া ইউক্বতালূন।

নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তারা হত্যা করে ও নিহত হয়।

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ

ওয়া'দান 'আলাইহি হাক্কান ফীত্তাওরা-তি ওয়াল্ ইনজীলি ওয়াল্ কুরআন, ওয়া মান্ আওফা- বি'আহদিহী

এ ব্যাপারে সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর

مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

মিনাল্লা-হি ফাস্তাব্শিরূ বিবাই'য়িকুমুল্লাযী বা-ইয়া'তুম বিহ, ওয়া যা-লিকা হুওয়াল্ ফাউযুল

কে আছে? তোমরা খুশী থাক সে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা ক্রয় করেছ। এবং এটাই বিরাট

الْعَظِيْمُ ١١٢ اَلتَّاۗىِٕبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّاۗىِٕحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ

'আযীম। ১১২। আত্তা—য়িবূনাল্ 'আ-বিদূনাল্ হা-মিদূনাস সা—য়িহূনার রা-কি'ঊনাস্ সা-জ্বিদূনাল্

সাফল্য। (১১২) তারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী

الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۭ

আ-মিরূ না বিল্মা'রূফি ওয়ান্না-হূনা 'আনিল্ মুন্কারি ওয়াল্ হা-ফিযূনা লিহুদূদিল্লা-হ,

নেক কাজের নির্দেশদাতা, অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর সীমারেখার হেফাজাতকারী। এসব মুমিনগণকে

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ١١٣ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

ওয়া বাশ্শিরিল্ মুমিনীন। ১১৩। মা-কা-না লিন্নাবিয়্যি ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ~আইঁইয়াস্তাগফিরূ- লিল্মুশ্রিকীনা

আপনি সুসংবাদ জানিয়ে দিন। (১১৩) নবী এবং মুমিনগণের জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের

وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

ওয়া লাও কানূ~উলী কুরবা- মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুম আন্নাহুম আস্হা-বুল্ জ্বাহীম।

জন্য যদিও তারা তাদের অতি নিকটতম আত্মীয় হয়, যখন তাদের ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।

١١٤ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا

১১৪। ওয়া মা-কা-না-স্তিগ্ফা-রু ইবরা-হীমা লিআবীহি ইল্লা 'আম্মাওঁইদাতিওঁ ওয়া'আদাহা~ইয়্যাহু,ফালাম্মা-

(১১৪) ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। যখন তার ব্যাপারে একথা স্পষ্ট

تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ١١٤ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

তাবাইয়্যানা লাহূ আন্নাহু~'আদুওউল লিল্লা-হি তাবাররাআ মিনহু; ইন্না ইবরা-হীমা লাআওওয়াহুন হালীম। ১১৫। ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু

হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার থেকে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, নিশ্চয় ইবরাহীম নরম দেল ও ধৈর্যশীল। (১১৫) আল্লাহ এমন নন

○ শানে নুযূল (আঃ ১১৩) ঃ ..... ما كان للنبى - রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর চাচার কাছে ওয়াদা দিলেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।" তার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সাহাবাগণ (রা) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন; তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন, আমরা কেন আমাদের পিতৃ পুরুষদের জন্য দোয়া করব না! যেখানে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার জন্য এবং আমাদের রাসূল (সা) তাঁর চাচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ

লিইউদ্বিল্লা ক্বাওমাম্ বা'দা ইয্ হাদা-হুম হাত্তা- ইউবাইয়্যিনা লাহুমমা- ইয়াত্তাকূন, ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি

যে, কোন সম্প্রদায়কে হেদায়াত করার পর গোমরাহ করবেন যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেসব বিষয়ে, যা থেকে তাদের

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٦﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ

শাইয়িন 'আলীম। ১১৬। ইন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীত,

সংযত হতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (১১৬) আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই, তিনিই জীবন

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٧﴾ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ

ওয়ামা- লাকুম মিন দূনিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ১১৭। লাক্বাদ তা-বাল্লা-হু 'আলান্নাবিয়্যি ওয়াল্

দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ করুনা করেছেন নবী,

الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ

মুহাজ্বিরীনা ওয়াল্ আন্‌স্বারিল্ লাযীনাত্তাবা'উহু ফী সা-'আতিল্ 'উস্‌রাতি মিম্‌বা'দি মা-কা-দা

মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল কঠিন সময়ে, যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচ্যুতির

يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ إِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

ইয়াযীগু কুলূবু ফারীক্বিম্মিনহুম ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম, ইন্নাহূ বিহিম রাউফুর রাহীম।

উপক্রম হয়েছিল। পরে তিনি তাদের উপর করুনা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল পরম দয়ালু।

﴿١١٨﴾ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

১১৮। ওয়া 'আলাছ্ছালা-ছাতিল্লাযীনা খুল্লিফূ; হাত্তা~ইযা- দ্বা-ক্বাত 'আলাইহিমুল্ আরদ্বু বিমা- রাহুবাত

(১১৮) এবং সে তিন ব্যক্তির উপরেও, যারা পিছনে ছিল, যখন পৃথিবী সু-প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়েছিল

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ؕ ثُمَّ

. ওয়া দ্বা-ক্বাত 'আলাইহিম আন্‌ফুসুহুম ওয়াযান্নু~আল্লা- মাল্‌জ্বাআ মিনাল্লা-হি ইল্লা~ইলাইহ, ছুম্মা

এবং তাদের জন্য তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় স্থল নেই; অতঃপর

১৪ ৫৮ ৩ রুকূ

تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٩﴾ يٰۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

তা-বা 'আলাইহিম লিইয়াতূবূ, ইন্নাল্লা-হা হুওয়াত্ত্ তাওওয়া-বুর রাহীম ।১১৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানু

তিনি তাদের প্রতি করুনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১১৯) হে ঈমানদারগণ!

اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ

ত্তাকুল্লা-হা ওয়া কূনূ মা'আস্‌স্বা-দিক্বীন ১২০। মা- কা-না লিআহলিল মাদীনাতি ওয়া মান্ হাওলাহুম

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও। (১২০) মদীনাবাসীদের এবং তাদের আশেপাশের

مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ

মিনাল্ আ'রা-বি আইঁ ইয়াতাখাল্লাফূ 'আর্‌রাসূলিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়ার্‌গাবূ বিআন্‌ফুসিহিম

মরুবাসীদের উচিত ছিল না যে, তাদের পিছনে থেকে যাওয়া আল্লাহর রাসূল থেকে, আর তাদের জীবনকে

عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ

'আন্নাফসিহ, যা-লিকা বি আন্নাহুম লা- ইউস্বীবুহুম যামাউওঁ ওয়ালা- নাস্বাবুওঁ ওয়ালা- মাখ্‌মাস্বাতুন্

তাঁর জীবনের চেয়ে প্রিয় মনে করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তাদের

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ

ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়াত্বাউনা মাওত্বিআইঁইয়াগীজুল কুফফা-রা ওয়া লা- ইয়ানা-লূনা মিন্

তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া, আর এমন জায়গায় যাওয়া যা কাফিরদের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং

عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

'আদুওয়িন্নাইলান ইল্লা- কুতিবা লাহুম বিহী 'আমালুন স্বা-লিহুন্ ইন্নাল্লা-হা লা- ইউদ্বীউ আজ্‌রাল্

শত্রুদের থেকে কিছু পাওয়া, এসব কিছু নেক আমল হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ নেককারদের প্রতিদান নষ্ট

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ

মুহ্‌সিনীন। ১২১। ওয়ালা- ইউন্‌ফিক্বূনা নাফাক্বাতান স্বাগীরাতাওঁ ওয়ালা কাবীরাতাওঁ ওয়ালা- ইয়াক্বত্বা'উনা

করেন না। (১২১) তারা যা কিছুই ব্যয় করে ছোট হোক বা বড় হোক এবং যে কোন উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা তাদের নামে

وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ

ওয়া-দিয়ান ইল্লা- কুতিবা লাহুম লিইয়াজ্‌যিয়াহুমুল্লা-হু আহ্‌সানা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১২২। ওয়ামা- কা-নাল্

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে আল্লাহ তাদের কৃত আমলসমূহের অধিক উত্তম প্রতিদান দেন তাদের। (১২২) আর মুমিনগণের

الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا

মু'মিনূনা লিইয়ানফিরূ- কা—ফ্‌ফাহ্, ফালাও লা- নাফারা মিন্ কুল্লি ফিরক্বাতিমমিনহুম ত্বা—য়িফাতুল লিইয়াতাফাক্কূহূ

এটা উচিৎ নয় যে, তারা (যুদ্ধের জন্য) একই সাথে সকলে বের হয়ে পড়বে। তারা কেন বের হয় না, তাদের প্রত্যেকটি দল হতে একটা ক্ষুদ্রদল যাতে

১৫ ৪ ৪ রুকূ

فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ ع

ফিদ্দীনি ওয়ালিইয়ুনযিরূ ক্বাওমাহুম ইযা- রাজ্বাউ'~ইলাইহিম লা'আল্লাহুম ইয়াহ্‌যারূন।

দ্বীন সম্পর্কে চর্চা করতে পারে আর নিজ সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তারা সাবধান হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ

১২৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ক্বা-তিলূল্লাযীনা ইয়ালূনাকুম্ মিনাল্ কুফ্‌ফা-রি ওয়াল্ ইয়াজিদূ ফীকুম্

(১২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ কর তোমাদের আশে পাশে অবস্থানরত কাফিরদের সাথে, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা

غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ

গিল্‌জাহ্, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা মা'আল মুত্তাক্বীন। ১২৪। ওয়া ইযা মা~উনযিলাত্ সূরাতুন ফামিনহুম

অবলোকন করুক। জেনে রাখ আল্লাহ পরহেজগার লোকদের সাথেই আছেন। (১২৪) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের

مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ

মাই ইয়াকুলু আইয়্যুকুম যাদাতহু হা-যিহী ঈমা-না-, ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ- ফাযা-দাতহুম ঈমা-নাওঁ ওয়াহুম

কেউ কেউ বলে এ সূরা তোমাদের মধ্যে কারো ঈমানে বাড়িয়ে দিয়েছে? যারা ঈমানদার এ সূরা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা আনন্দ

يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى

ইয়াস্তাব্‌শিরূন। ১২৫। ওয়া আম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম মারাদ্বুন ফাযা-দাত্‌হুম রিজ্‌সান ইলা-

বোধ করছে। (১২৫) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের খারাপের সাথে আরও

رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً

রিজ্‌সিহিম ওয়া মা-তূ ওয়াহুম কা-ফিরূন। ১২৬। আওয়া লা-ইয়ারাওনা আন্নাহুম ইউফ্‌তানূনা ফী কুল্লি 'আ-মিম্মাররাতান

খারাপ বৃদ্ধি করে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মরে। (১২৬) তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার

اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ

আও মাররাতাইনি ছুম্মা লা- ইয়াতূবূনা ওয়া লা-হুম ইয়াযযাক্কারূন। ১২৭। ওয়া ইযা মা~উন্‌যিলাত সূরাতুন্

বিপদগ্রস্ত হয় এরপরেও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে

نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ۭ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۭ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

নাযারা বা'দুহুম ইলা বা'দ্ব, হাল ইয়ারা-কুম মিন্ আহ্বাদিন্ ছুম্মান্‌স্বারাফূ, স্বারাফাল্লা-হু কুলূবাহুম

অপরের দিকে নজর করে যে তোমাদেরকে কেউ দেখছে কিনা? অতঃপর তারা প্রস্থান করে, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে

بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

বি আন্নাহুম ক্বাওমুল্লা- ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ১২৮। লাক্বাদ জা—আকুম রাসূলুম্‌মিন্ আন্‌ফুসিকুম 'আযীযুন্ 'আলাইহি মা-'আনিত্তুম

(সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, যার কাছে তা খুবই

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ

হ্বারীস্বুন্ 'আলাইকুম বিল্‌মু'মিনীনা রাঊফুর রাহীম। ১২৯। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাক্বুল হ্বাস্‌বিয়াল্লা-হু

কষ্টকর যা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনগণের প্রতি স্নেহশীল পরম দয়াময়। (১২৯) যদি তারা মুখ ফিরায়ে নেয়

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া হুওয়া রাব্বুল্ 'আরশিল 'আযীম।

আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, তিনি মহান আরশের মালিক।

সূরা ইয়ূনুছ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১০৯ রুকূ ঃ ১১

١ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ٢ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى

১। আলিফ্ লাম রা—তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল হ্বাকীম। ২। আকা-না লিন্না-সি 'আজ্বাবান আন আওহ্বাইনা~ইলা-
(১) আলিফ, লা-ম রা-। এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি ওহী প্রেরণ করেছি

মঞ্জিল ৩

رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ

রাজুলিম মিন্হুম আন আনযিরিন্না-সা ওয়া বাশ্শিরিল্লাযীনা আ-মানূ~আন্না লাহুম ক্বাদামা স্বিদ্‌ক্বিন্ 'ইন্‌দা
তাদের মধ্য থেকেই একজনার উপর যে, আপনি মানুষদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে,

رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ٣ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ

রাব্‌বিহিম্, ক্বা-লাল কা-ফিরূনা ইন্না হা-যা লাসা-হ্বিরুম্মুবীন। ৩। ইন্না রাব্‌বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস
তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিরেরা বলে যে, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি সুস্পষ্ট যাদুকর। (৩) আপনার প্রতিপালক আল্লাহই

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্তাওয়া- 'আলাল 'আরশি ইউদাব্‌বিরুল আমর, মা-
আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট হয়ে সব বিষয় পরিচালনা করেন। কোন

مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

মিন শাফী'য়িন ইল্লা- মিম্ বা'দি ইযনিহ, যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্‌বুকুম ফা'বুদূহ, আফালা- তাযাক্কারূন।
সুপারিশ করার নেই তাঁর অনুমতি ব্যতীত। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٤ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

৪। ইলাইহি মার্‌জ্বিউকুম জ্বামী'আ-, ওয়া'দাল্লাহি হাক্ব্ক্বা-, ইন্নাহূ ইয়াব্‌দাউল খালক্বা ছুম্মা ইউ'য়ীদূহূ
(৪) তাঁর নিকটই তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্ট জীব প্রথম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তা

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ

লিইয়াজ্বযিয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি বিলকিসত্ব, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ লাহুম
পূর্ণবার সৃষ্টি করবেন, যাতে ন্যায়ভাবে প্রতিদান দিতে পারেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে। আর যারা কাফির তাদের পান

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ٥ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ

শারা-বুমমিন্ হ্বামীমিওঁ ওয়া 'আযা-বুন 'আলীমুম বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূন। ৫। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাশ্
করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করেছে। (৫) তিনিই আল্লাহ এমন যে, যিনি সূর্যকে

৩ ওয়াকফুন নবী (সাঃ)

الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ

শামসা দ্বিয়া-য়াওঁ ওয়াল্ ক্বামারা নূরাওঁ ওয়া ক্বাদ্দারাহূ মানা-যিলা লিতা'লামু 'আদাদাস্ সিনীনা ওয়াল্ হিসা-ব,
জ্যোতির্ময় এবং চন্দ্রকে আলোকিত বানিয়েছেন এবং তাদের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা সময়ের গণনা ও হিসাব জানতে পার।

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ

মা- খালাক্বাল্লা-হু যা-লিকা ইল্লা- বিল্হাক্বক্ব; ইউফাস্সিলুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ৬। ইন্না ফীখ্তিলা-ফি
আল্লাহ এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি নিদর্শনগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানীদের জন্য। (৬) নিশ্চয়ই রাত

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

ল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়ামা- খালাক্বাল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি লাআ-ইয়া-তিল্লি ক্বাওমিইঁ ইয়াত্তাক্বূন।
ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে পরহেজগারদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ

৭। ইন্নাল্লাযীনা লা- ইয়ার্জূনা লিক্বা—আনা- ওয়া রাদ্বূ বিলহায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াত্বমা'আন্নূ বিহা- ওয়াল্লাযীনা
(৭) যারা আমার দর্শনের কামনা করে না এবং সন্তুষ্ট রয়েছে পার্থিব জীবন নিয়েই এবং এতেই প্রশান্তি লাভ করে এবং

هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ اِنَّ

হুম 'আন আ-ইয়া-তিনা- গা-ফিলূন। ৮। উলা—য়িকা মা'ওয়া-হুমুন্না-রু বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯। ইন্না
আমার নিদর্শনাবলী থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী, (৮) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কৃতকর্মের কারণে। (৯) যারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ

ল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলূস্সা-লিহা-তি ইয়াহ্দীহিম রাব্বুহুম বিঈমা-নিহিম, তাজ্বরী মিন্
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন তাদের ঈমানের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

তাহ্তিহিমুল্ আনহা-রু ফী জ্বান্নাতিন না'য়ীম। ১০। দা'ওয়া-হুম ফীহা সুবহ্বানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া তাহিয়্যাতুহুম
বেহেস্তের দিকে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (১০) সেখানে তাদের দোয়া হবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, এবং সেখানে তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে

ع ১ ১০ ৬ রুকূ

فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ

ফীহা- সালাম, ওয়া আ-খিরু দা'ওয়া-হুম আনিল্হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ১১। ওয়া লাও ইউ'আজ্জিলুল্লা-হু
"সালাম" এবং তাদের শেষ দোয়া হবে সারেজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। (১১) যদি আল্লাহ

✪ টীকা (আঃ ৫) ঃ অত্র আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূর্যের আলো নিজস্ব এবং চন্দ্রের আলো অন্য পদার্থ হতে গৃহীত। কোন নক্ষত্র এক দিবারাত্রে যে গতিপথ অতিক্রম করে, তাকেই মঞ্জিল বলা হয়েছে। সূর্যও গতিশীল, অতএব, তার জন্যও মঞ্জিল রয়েছে কিন্তু চন্দ্রের গতি সূর্যের গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুত। অথচ তার গতিপথের পরিবর্তন সহজে বুঝা যায়। এজন্যই এ আয়াতে কেবল চন্দ্রের মঞ্জিল অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে চাঁদ কোন মাসে ২৯ এবং কোন মাসে ৩০ মঞ্জিল অতিক্রম করে। কিন্তু অমাবস্যার সময় ২/১ রাত্রি চাঁদ দেখা যায় না বলে চাঁদের ২৮ মঞ্জিলের কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। ✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ এটা অন্যান্যদের জন্যও প্রমাণ; কিন্তু মু'মিনরাই এ প্রমাণাদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। অতএব, বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ

লিন্‌না-সিশ্ শার্‌রাসতি'জ্বালাহুম বিল্‌খাইরি লাকুদ্বিয়া ইলাইহিম আজ্বালুহুম, ফানাযারুল্লাযীনা

মানুষের অমঙ্গল দ্রুত করতেন, যেমনি তারা তাদের মঙ্গল দ্রুত কামনা করে, তবে অবশ্যই তারা (দ্রুত) ধ্বংস হতো, সুতরাং যারা আমার দর্শনের কামনা

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿১২﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ

লা- ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা ফী তুগ্‌ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১২। ওয়া ইযা- মাস্‌সাল্ ইনসা-নাদ্ব্ দুররু

করে না, তাদেরকে আমি ছেড়ে দেই তাদের অবাধ্যতার মধ্যে, যাতে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। (১২) আর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে

دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا

দা'আ-না- লিজাম্বিহী~আও ক্বা-'য়িদান আও ক্বা—য়িমা-, ফালাম্মা- কাশাফনা- 'আন্‌হু দুর্‌রাহূ মাররা কাআল্লাম ইয়াদ'উনা~

তখন সে আমাকে ডাকে শোয়া অবস্থায় বা বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায়। আর যখন আমি তার থেকে তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেই, (তখন) সে এমনভাবে

إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿১৩﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

ইলা- দুররিম্মাস্‌সাহ, কাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিল্ মুস্‌রিফীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৩। ওয়া লাক্বাদ্ আহ্‌লাক্‌নাল্

চলে যেন বিগত দুঃখ-দুর্দশার জন্য আমাকে ডাকেনি। এভাবে শোভনীয় মনে হয়, সীমালংঘনকারীদের নিকট, তাদের কৃত কাজগুলো। (১৩) আমি তোমাদের পূর্বে বহু

الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ

কুরূনা মিন্ ক্বাবলিকুম্ লাম্মা- যালামূ ওয়া জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুহুম বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়ামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ,

দলকে ধ্বংস করেছি যখন তারা অত্যাচার করেছিল। তাদের রাসূল তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, আর তারা ঈমান আনার মত ছিল না।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿১৪﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ ক্বাওমাল্ মুজ্‌রিমীন। ১৪। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-কুম খালা—য়িফা ফিল আরদ্বি

আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি অপরাধী সম্প্রদায়কে। (১৪) অতঃপর আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছি, যাতে

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿১৫﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ

মিম্ বা'দিহিম লিনান্‌যুরা কাইফা তা'মালূন। ১৫। ওয়া ইযা তুতলা- 'আলাইহিম্ আইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্

দেখতে পারি, কিভাবে তোমরা কাজ কর। (১৫) আর যখন আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন যারা

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي

ক্বা-লাল্লাযীনা লা- ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা-'তি বিকুর্‌আ-নিন গাইরি হা-যা~আও বাদ্দিল্‌হু, কুল্ মা- ইয়াকূনু লী~

আমার দর্শনের কামনা করে না, তারা বলে যে, এ ব্যতীত অন্য এক কুরআন আন অথবা এটাকে পরিবর্তন করে দাও, বলুন, আমার এ অধিকার নেই যে, আমি

✪ **শানে নুযূল** (আঃ ১১) ঃ কাফিররা আযাব সম্পর্কীয় আয়াতগুলির প্রতি অবিশ্বাসজনিত বিদ্রূপের সাথে বলত যে, দুনিয়াতেই যদি আমাদের উপর আযাব আসত, তবেই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করতে পারতাম। যেমন, তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! হিসাব-দিবসের পূর্বেই আমাদের আযাবের অংশ আমাদেরকে দিয়ে দিন। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ✪ **টীকা** (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, একে তো কোরআনে পাকের কোন অংশ বাদ দেয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই বাদ দেয়ার কাজ ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। বাদ দেয়া যখন সম্ভব নয়, গোটা কোরআন বদলিয়ে তদস্থলে অন্যকিছু আনয়নের প্রশ্নই অবান্তর। তা আল্লাহ পাকের কালাম, ফেরেশতার মারফতে ওহীরূপে আমি প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব, আমাকে হুবহু এরই অনুগমন করতে হবে। অন্যথায় আমি কিয়ামত-দিবসের ভীষণ আযাবের ভয় করি। (বঃ কোঃ)

أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ

আন্ উবাদ্দিলাহূ মিন্‌তিলক্বা—ই নাফসী, ইন আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইউহা~ইলাইয়্য; ইন্নী~আখা-ফু

আমার নিজের পক্ষ হতে এর মধ্যে পরিবর্তন করব। আমি শুধু অনুসরণ করব আমার নিকট যা ওহী আসে তার, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি,

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ

ইন্ 'আস্বাইতু রাব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৬। কুল্ লাও শা—আল্লা-হু মা- তালাওতুহূ 'আলাইকুম

তবে আমি মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৬) বলুন, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমি এটা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না

وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ فَمَنْ

ওয়ালা~আদরা-কুম বিহ্, ফাক্বাদ্ লাবিছ্‌তু ফীকুম 'উমুরামমিন ক্বাব্‌লিহ্, আফালা- তা'ক্বিলূন। ১৭। ফামান

এবং তিনিও তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করাতেন না। আমি এর পূর্বে তোমাদের মাঝে তো বাস করেছি বয়সের বেশীর ভাগ সময়, এরপরেও কি তোমরা বুঝতে পারছনা? (১৭) যে

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

আয্‌লামু মিম্মানিফতারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্‌যাবা বিআ-য়া-তিহ; ইন্নাহূ লা- ইউফলিহুল্ মুজ্‌রিমূন।

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে? নিশ্চয়ই পাপীরা সফল হবে না।

﴿١٨﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ

১৮। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়াদুর্‌রুহুম ওয়ালা- ইয়ান্ ফা'উহুম ওয়া ইয়াকূলূনা হা~উলা—য়ি

(১৮) তারা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদাত করে সে তাদের অনিষ্টও করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট

شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ

শুফা'আ—উনা 'ইনদাল্লাহ, কুল আতুনাব্বিউনাল্লা-হা বিমা- লা- ইয়া'লামু ফীস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আরদ্ব,

আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর খবর দিবে, যা তিনি জানেন না, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ

সুব্‌হানাহূ ওয়া তা'য়া-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ১৯। ওয়ামা- কা-নান্না-সু ইল্লা~উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতান ফাখ্‌তালাফূ,

তিনি পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তার থেকে অনেক উর্ধ্বে। (১৯) আর সকল মানুষ ছিল একই জাতি। পরে তারা

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ওয়া লাওলা- কালিমাতুন সাবাক্বাত মিররাববিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ফীমা- ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন।

মতানৈক্য সৃষ্টি করে, যদি আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্বে না হত, তবে তার যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছিল ফয়সালা হয়েই যেত।

﴿٢٠﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ

২০। ওয়া ইয়াকূলূনা লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম মির্‌রাব্‌বিহ্, ফাকুল ইন্নামাল্ গাইবু লিল্লা-হি ফান্তাযিরূ,

(২০) তারা বলে, তার প্রতিপালক থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না? বলুন, গায়েব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তোমরা অপেক্ষা কর,

اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢١﴾ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ ২ ৪০ ৭ রুকূ

ইন্নী মা'আকুম মিনাল মুন্তাযিরীন। ২১। ওয়া ইযা~আযাক্বনান্না-সা রাহ্‌মাতাম্‌মিম্ বা'দি দ্বার্‌রা—অ

আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (২১) যখন আমি মানুষকে রহস্য উপভোগ করাই, তাদের দুঃখ স্পর্শ করার পর, তখনই তারা

مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ

মাস্‌সাতহুম ইযা- লাহুম মাক্‌রুন ফী~আ-ইয়া-তিনা, কুলিল্লা-হু আস্‌রা'উ মাক্‌রা-, ইন্না রুসুলানা- ইয়াকতুবূনা

আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চক্রান্ত শুরু করে। বলুন, আল্লাহ কৌশলে দ্রুততম। নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ লিপিবদ্ধ করছে

مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢٢﴾ هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى

মা- তাম্‌কুরূন। ২২। হুওয়াল্লাযী ইউসাইয়্যিরুকুম ফিল্ বাররি ওয়াল্ বাহ্‌র, হাত্তা~ইযা- কুন্‌তুম্ ফীল্

তোমরা যে চক্রান্ত করছ। (২২) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলে ও সমুদ্রে। এবং যখন তোমরা নৌযানে উঠ এবং তখন সে নৌযান

الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ

ফুল্‌ক, ওয়া জ্বারাইনা বিহিম বিরীহিন ত্বাইয়্যিবাতিওঁ ওয়া ফারিহূ বিহা- জা—আতহা- রীহুন 'আ-স্বিফুওঁ ওয়া জ্বা—আহুমুল

তাদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে এবং তারা তাতে সেই আনন্দ উপভোগ করে। আর যখন উক্ত বাতাস প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় আকারে আসে এবং তরঙ্গ

الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ

মাওজু মিন কুল্লি মাকা-নিওঁ ওয়া যান্নূ~আন্নাহুম উহীত্বা বিহিম দা'আউল্লা-হা মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীন,

আসতে থাকে সব দিক থেকে এবং তারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডেকে বলে,

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ

লাইন আন্‌জ্বাইতানা- মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্ শা-কিরীন। ২৩। ফালাম্মা~আন্‌জ্বা-হুম ইযা- হুম

যদি তুমি এ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও তবে আমরা অবশ্যই শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (২৩) যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন,

يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ

ইয়াব্‌গূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হাক্ব্‌ক্ব, ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্নামা- বাগইউকুম 'আলা~আনফুসিকুম;

সে মুহূর্তেই তারা পৃথিবীতে অত্যাচার করতে থাকে অন্যায়ভাবে। হে মানুষ! তোমাদের অত্যাচার তোমাদের নিজেদের উপরই পড়বে। পার্থিব জীবনের

مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

মাতা-'আল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ছুম্মা ইলাইনা- মারজ্বি'উকুম ফানুনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন।

সুখ ভোগ করে নাও অতঃপর আমার নিকটেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে।

﴿٢٤﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ

২৪। ইন্নামা- মাছালুল্ হায়াতিদ্ দুন্‌ইয়া- কামা—ইন আন্‌যালনা-হু মিনাস্‌সামা—য়ি ফাখ্‌তালাত্বা বিহী নাবা-তুল্

(২৪) পার্থিব জীবনের উপমাতো (বৃষ্টির) পানির ন্যায়, তা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, অতঃপর উৎপন্ন হয় তার দ্বারা

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

আরদ্বি মিম্মা- ইয়া'কুলুন্না-সু ওয়াল্ আন্'আ-ম, হাত্তা~ইযা~আখাযাতিল্ আরদ্বু যুখ্রুফাহা-
যমীনের উদ্ভিদগুলো যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খায়। যখন যমীন চাকচিক্য হয়ে উঠে ও শোভা ধারণ করে এবং তার অধিকারীগণ

وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

ওয়ায্যাইয়ানাত ওয়া য্বান্না আহ্লুহা~আন্নাহুম ক্বা-দিরূনা 'আলাইহা~আতা-হা~আমরুনা- লাইলান আও নাহা-রান
ধারণা করে, তারাই এগুলোর উপর দখলদার, তখন দিনে অথবা রাতে এগুলোর উপর আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এসে পড়ে

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

ফাজ্বা'আল্না-হা- হাস্বীদান কা'আল্লাম তাগ্না বিল্ আমস, কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ
এবং আমি সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেই, মনে হয় যেন কিাত দিনে এখানে কিছুই ছিল না। আমি এরূপে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি চিন্তাশীল

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

ইয়াতাফাক্কারূন। ২৫। ওয়াল্লা-হু ইয়াদ'উ~ইলা- দা-রিস্ সালা-ম, ওয়া ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ ইলা- স্বিরাত্বিম
সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) আল্লাহ শান্তির ঘরের দিকে ডাকেন এবং যাকে চান সরল পথ প্রদর্শন

مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٦﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ

মুস্তাক্বীম। ২৬। লিল্লাযীনা আহ্সানুল্ হুস্না- ওয়া যিয়া-দাহ, ওয়ালা- ইয়ার্হাকু উজূহাহুম ক্বাতারুওঁ
করেন। (২৬) যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এর চেয়েও অতিরিক্ত কিছু। আর তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন

وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

ওয়ালা- যিল্লাহ, উলা—য়িকা আস্বহাবুল জ্বান্নাহ, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৭। ওয়াল্লাযীনা কাসাবুস্
করবে না, মলিনতা ও লাঞ্ছনা। তারা জান্নাতের অধিবাসী তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৭) আর যারা মন্দ কাজ করে,

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ

সাইয়িআ-তি জ্বাযা—উ সাইয়্যিআতিম বিমিছলিহা- ওয়া তার্হাকুহুম যিল্লাহ, মা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ আ-স্বিম,
তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে লাঞ্ছনা। আল্লাহ থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই।

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

কাআন্নামা~উগ্শিয়াত্ উজুহুহুম ক্বিত্বা'য়াম মিনাল লাইলি মুজলিমা-, উলা—য়িকা আস্বহাবুন্না-র,
মনে হয় যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে, তাদের চেহারা আবৃত করা হয়েছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারা

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৮। ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরুহুম জ্বামী'আন ছুম্মা নাকুলু লিল্লাযীনা আশ্রাকূ
সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৮) আর সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর মুশরিকদেরকে বলব,

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ

মাকা-নাকুম আনতুম ওয়া শুরাকা—উকুম, ফাযাইয়্যাল্না- বাইনাহুম ওয়া ক্বা-লা শুরাকা—উহুম মা- কুনতুম
তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ স্থানে থাক, অতঃপর আমি তাদের পরস্পরকে আলাদা করে দিব এবং তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা আমাদের

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٩﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ

ইয়্যা-না- তা'বুদূন। ২৯। ফাকাফা- বিল্লা-হি শাহীদাম বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম ইন্কুন্না- 'আন 'ইবা-দাতিকুম
উপসনা করতে না। (২৯) আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে

لَغَافِلِينَ ﴿٣٠﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

লাগা-ফিলীন। ৩০। হুনা-লিকা তাব্লূ কুল্লু নাফসিম্ মা ~আস্লাফাত ওয়া রুদ্দূ~ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্ হাক্বক্বি
কিছুই জানতাম না। (৩০) সেখানেই প্রত্যেকে তাদের কৃতকার্যগুলো জানতে পারবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ৩১। কুল মাই ইয়ারযুকুকুম মিনাস্ সামা—য়ি ওয়াল্ আরদ্বি
হবে এবং তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যা তারা মিথ্যা রচনা করেছিল। (৩১) বলুন, কে তোমাকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন,

أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

আম্মাই ইয়ামলিকুস সাম'আ ওয়াল আবস্বা-রা ওয়ামাই ইউখরিজুল্ হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখরিজুল্
অথবা কে তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টির মালিক এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ج فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া মাই ইউদাব্বিরুল আমর, ফাসাইয়াকূলূনাল্লা-হ, ফাকুল্ আফালা- তাত্তাকূন।
আর কে পরিচালনা করেন যাবতীয় কাজগুলো? তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ। বলুন, এরপরেও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

﴿٣٢﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ج فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ○

৩২। ফাযা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুমুল্ হাক্বক্ব, ফা-মা-যা- বা'দাল্ হাক্বক্বি ইল্লাদ্ব দ্বালা-ল, ফাআন্না-তুস্বরাফূন।
(৩২) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। সত্যের পর ভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

﴿٣٣﴾ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৩৩। কাযা-লিকা হাক্বক্বাত্ কালিমাতু রাব্বিকা 'আলাল্লাযীনা ফাসাকূ~আন্নাহুম লা-ইউ'মিনূন।
(৩৩) এভাবে আপনার প্রতিপালকের বাণী, পাপীদের ব্যাপারে সঠিক হয়েছে। যে, তারা ঈমানই আনবে না।

অর্ধাংশ ◐ ৩ ع ৪ ৮ রুকু

✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ অর্থাৎ, হাশরের দিন সকলে জানতে পারবে যে, পৃথিবীতে যা কিছু তারা করেছে, তা বাস্তবিকপক্ষে উপকারী, না অপকারী। অবশ্য কবরের মধ্যেও সকলে নিজের কর্মফল কতকটা বুঝতে পারবে। তবে হাশরের দিন বিশদভাবে জানতে পারবে। এ জন্যই "হাশরের দিন বুঝতে পারবে" বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, আসমান হতে পানি, তদ্দ্বারা যমীন হতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন, যাতে তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, তিনি এগুলি পয়দা করেছেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আবার ইচ্ছা করলে অকেজোও করে দেন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ অর্থাৎ, একথাই যখন সত্য বলে প্রমাণিত হল যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ, যিনি প্রতিপালক সুতরাং এ সত্যের যা বিপরীত অর্থাৎ শিরক তা গোমরাহী ছাড়া আর কি হবে?

﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

৩৪। কুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম্ মাই ইয়াব্দাউল্ খাল্ক্বা ছুম্মা ইউ'য়ীদুহ, কুলিল্লা-হু ইয়াব্দাউল্ খালক্বা-

(৩৪) বলুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে, যে সৃষ্টি জগতকে প্রথমবার সৃষ্টি করে দ্বিতীয়বার পুনরায় তা সৃষ্টি করে, বলুন, আল্লাহই সৃষ্টি জগতকে প্রথম

ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٥﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ط

ছুম্মা ইউ'য়ীদুহূ ফাআন্না- তু'ফাকূন। ৩৫। কুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম মাই ইয়াহ্দী~ইলাল্ হাক্বক্ব ;

সৃষ্টি করেন এবং দ্বিতীয়বার পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এরপরে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৩৫) বলুন, তোমরা যাকে শরীক কর, তাদের মধ্যে এমন কেহ আছে, যে

قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي

কুলিল্লা-হু ইয়াহ্দী লিল্হাক্বক্ব, আফামাই ইয়াহ্দী~ইলাল্ হাক্বক্বি আহাক্বক্বু আই ইউত্তাবা'আ আম্মাল লা-ইয়াহিদ্দী~

সঠিক পথ প্রদর্শন করে? বলুন, আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন, করেন তিনি আনুগত্যের বেশী উপযুক্ত

إِلَّا أَنْ يُهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ط

ইল্লা~আই ইউহ্দা-, ফামা- লাকুম কাইফা তাহ্কুমূন। ৩৬। ওয়ামা- ইয়াত্তাবি'উ আক্ছারুহুম ইল্লা-যান্না-

না সে, যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজে পথ প্রাপ্ত হয় না? তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত নিতেছ? (৩৬) তাদের অধিকাংশ লোকই অনুসরণ

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا

ইন্নায্যান্না লা-ইউগ্নী মিনাল্ হাক্বক্বি শাইয়া-, ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম বিমা- ইয়াফ'আলূন। ৩৭। ওয়ামা- কা-না হা-যাল্

করে অনুমানের, অনুমান সত্যের সম্মুখে কোনই কাজে আসে না। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ খুবই অবগত। (৩৭) আর এ

الْقُرْاٰنُ أَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

কুরআ-নু আই ইউফ্তারা- মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া লা-কিন্ তাস্বদ্বীক্বাল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া

কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃক রচিত। বরং এ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রত্যায়নকারী এবং শরীয়তের বিধানসমূহের

تَفْصِيلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٣٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ

তাফ্স্বীলাল্ কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন। ৩৮। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্ তারা-হ, কুল

বিস্তারিত বর্ণনাকারী এবং এটি যে জগতসমূহের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (৩৮) তারা কি

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

ফা'তূ বিসূরাতিম মিছ্লিহী ওয়াদ্'উ মানিস্তাত্বা'তুম মিন দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।

বলে যে, এটা সে (রাসূল) বানিয়েছে? বলুন, তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা বানাও এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাকে চাও ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ উপরে তাওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হচ্ছে যে, এই কাফিরদের পথভ্রষ্টতায় এবং অবাধ্যতায় আপনি চিন্তিত হবেন না। এদের ঈমান আনয়ন না করা কোন অভিনব ব্যাপার নয়। এভাবে ঈমান আনবে না বলে এক শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে আদিকাল হতেই আপনার প্রভুর কথা প্রমাণিত হয়ে রয়েছে। তবে আর আপনি ভাবাতুর কেন হবেন? (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ যেমন, তিনি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, তাদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। (বঃ কোঃ)

﴿٣٩﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ

৩৯। বাল্ কায্যাবূ বিমা- লাম্ ইউহীত্বূ বি'ইল্‌মিহী ওয়া লাম্মা- ইয়া'তিহিম্ তা'ওয়ীলুহ, কাযা-লিকা কায্যাবা

(৩৯) এবং তারা সে বিষয় মিথ্যা বলে যে বিষয় তারা জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি এবং এখনও এর তাৎপর্য তাদের কাছে আসেনি। এরূপে তারাও মিথ্যা

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ

ল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম ফানযুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবা-তুয্ য্বা-লিমীন। ৪০। ওয়া মিনহুম মাই ইউ'মিনু বিহী-

বলেছে, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে। অতএব দেখুন, অত্যাচারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (৪০) তাদের মধ্যে কতিপয় এর প্রতি ঈমান আনবে

وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي ৪ ع ৯ রুকূ

ওয়া মিনহুম মাল্লা-ইউ'মিনু বিহ, ওয়া রাব্বুকা আ'লামু বিল্ মুফ্‌সিদীন। ৪১। ওয়া ইন্ কায্যাবূকা ফাকুল্লী

এবং কতিপয় এর প্রতি ঈমান আনবে না। আপনার প্রতিপালক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪১) যদি তারা আপনাকে মিথ্যা বলে তবে

عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আ'মালী ওয়া লাকুম 'আমালুকুম, আন্‌তুম বারী—উনা মিম্মা~আ'মালু ওয়া আনা বারী—উম্ মিম্মা তা'মালূন।

বলুন, আমার জন্য আমার আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল, আমার আমলের ব্যাপারে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমাদের আমলের ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত।

﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ

৪২। ওয়া মিন্‌হুম মাই ইয়াস্তামি'ঊনা ইলাইক, আফা আন্‌তা তুস্‌মি'উস্‌সুম্মা ওয়া লাও কা-নূ লা- ইয়া'ক্বিলূন।

(৪২) এবং তাদের মধ্যে কতিপয় আপনার প্রতি কান লাগিয়ে রাখে। আপনি কি বধিরকে শোনাবেন, যদি তারা নাও বুঝে?

﴿٤٣﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ

৪৩। ওয়া মিনহুম্ মাই ইয়ানযুরু ইলাইক, আফাআনতা তাহ্‌দীল 'উম্‌ইয়া ওয়ালাও কা-নূ লা- ইউব্‌স্বিরূন।

(৪৩) তাদের মধ্যে কতিপয় আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি আপনি দৃষ্টিহীনকে পথ দেখাবেন, যদি তারা নাও দেখতে পারে?

﴿٤٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَيَوْمَ

৪৪। ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াযলিমুন না-সা শাইয়াও ওয়ালা- কিন্নান্না-সা আন্‌ফুসাহুম ইয়াযলিমূন। ৪৫। ওয়া ইয়াওমা

(৪৪) আল্লাহ মানুষের উপর কোনই অত্যাচার করেন না, বরং মানুষ নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করে থাকে। (৪৫) আর যেদিন তাদেরকে একত্রিত করবেন

✪ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, কোন কোন লোকের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যের মধ্যে থাকে না। কাজেই কোরআনের ন্যায় রচনা অন্য কেউ করতে না পারলেই তা হযরতের রচনা নয় বলে কেমন করে প্রমাণিত হল? এর উত্তরে বলা যাবে যে, কোরআন তাঁর রচনা হলে কোরআনের বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনের অন্য কোন কথায় তো দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কোরআন হযরত (সা)-এরই রচনা-বৈশিষ্ট্য হলে সকল সময়েই এই বৈশিষ্ট্য থাকত। চল্লিশ বছরের পর হঠাৎ প্রকাশ পেত না। তৃতীয়তঃ তাঁর রচনায় যত বড় বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, ভাষাবিশারদগণ অন্ততঃ পক্ষে তার কিছু অংশের অনুকরণ করতে পারত। এখানে তো শুধু যেকোন একটি সূরার অনুকরণ করতে বলা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সূরার অনুকরণ করতে বলা হয় নি। অতএব, যে কোন একটি ক্ষুদ্র ও সহজ সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারা তাদের উচিত ছিল; কিন্তু তাও পারে নি। সুতরাং কোরআন খোদারই কালাম, অন্য কারো কালাম নয়। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ অর্থাৎ, আপনার কথা শুনার ভান করে; কিন্তু তাদের অন্তরে সত্যান্বেষণ ও ঈমান আনয়নের ইচ্ছা থাকে না। এ হিসাবে তাদের শুনা, না শুনা উভয়ই সমান। অতএব, তাদের অবস্থা প্রকারান্তরে বধিরেরই মত হল। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অন্তর-দৃষ্টি থাকলে অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও কিছু কাজ হত। তাদের জ্ঞান চক্ষু না থাকার মধ্যে আল্লাহর কোন দোষ নেই। কেননা, তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তির ক্ষমতা না দিয়েই কোন মানুষকে বিচারে দোষী করেন না; কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষেরই দোষ যে, খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে অকেজো করে রাখে। (বঃ কোঃ)

يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ

ইয়াহ্শুরুহুম কাআল্লাম ইয়ালবাছু~ইল্লা সা-'আতাম্মিনান নাহা-রি ইয়াতা'আ-রাফূনা বাইনাহুম, ক্বাদ খাসিরা

(মনে হবে) যেন তাঁরা (পৃথিবীতে) পূর্ণ দিনের থেকে মাত্র মুহূর্ত সময় অবস্থান করেছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে চিনতে পারবে। নিশ্চয়ই তারা

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ

ল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা—ইল্লা-হি ওয়ামা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ৪৬। ওয়া ইম্মা- নূরিয়ান্নাকা বা'দাল্লাযী

ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা আল্লাহর দিদার (দর্শন) অবিশ্বাস করেছে এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিল না। (৪৬) আর আমি যে (শাস্তির) ওয়াদা তাদেরকে দিয়েছি তার থেকে

نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝

না'য়িদুহুম আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইলাইনা- মারজি'উহুম ছুম্মাল্লা-হু শাহীদুন 'আলা- মা- ইয়াফ্'আলূন।

কিছুও যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি, তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার দিকেই। আল্লাহ তাদের সব কৃতকর্মের সাক্ষী।

﴿٤٧﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ

৪৭। ওয়া লিকুল্লি উম্মাতির্ রাসূল, ফাইযা- জ্বা—আ রাসূলুহুম ক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম বিলক্বিস্ত্বি ওয়া হুম

(৪৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল, রয়েছে যখন তাদের রাসূল আসেন, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অত্যাচার

لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ

লা- ইউয্বলামূন। ৪৮। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৪৯। ক্বুল্লা ~আম্লিকু

করা হয়নি। (৪৮) তারা বলে (শাস্তির) এ ওয়াদা কখন (পূর্ণ) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪৯) বলুন, আমি ক্ষমতা রাখি না আমার নিজের জন্য

لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا

লিনাফসী দ্বাররাওঁ ওয়া লা- নাফ্'আন ইল্লা- মা- শা—আল্লাহ্, লিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বাল; ইযা জ্বা- আ আজ্বালুহুম ফালা-

ক্ষতি এবং কল্যাণের, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে, যখন সে নির্ধারিত সময় এসে পৌছে তখন না তারা

يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا

ইয়াস্তা' খিরূনা সা-আতাওঁ ওয়ালা- ইয়াস্তাক্বদিমূন। ৫০। ক্বুল আরাআইতুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুহূ বায়া-তান

এক মুহূর্তকাল পিছনে যেতে পারবে, না একটুও সামনে অগ্রসর হতে পারবে। (৫০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপরে এসে

اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥١﴾ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ

আও নাহা-রাম মা-যা- ইয়াস্তা'জ্বিলু মিন্হুল্ মুজ্বরিমূন। ৫১। আছুম্মা ইযা- মা- ওয়াক্বা'আ আ-মানতুম বিহ্,

পড়ে, রাতে অথবা দিনে, তবে পাপীরা এর থেকে কোনটি দ্রুত কামনা করছে? (৫১) অতঃপর যখন তা ঘটে যাবে, তখন কি

اٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ

আ—লআ-না ওয়াক্বাদ কুন্তুম বিহী তাস্তা'জ্বিলূন। ৫২। ছুম্মা ক্বীলা লিল্লাযীনা যালামূ যূক্ 'আযা-বাল্ খুলদ,

তোমরা তা বিশ্বাস করবে? এখন বিশ্বাস করলে? তোমরাতো এটাই দ্রুত কামনা করতে? (৫২) অতঃপর বলা হবে অত্যাচারীদেরকে, তোমরা স্থায়ী শাস্তি

هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ﴿٥٣﴾ ويستنبئونك احق هو ط قل اى

হাল তুজ্বযাওনা ইল্লা- বিমা- কুন্‌তুম তাকসিবূন। ৫৩। ওয়া ইয়াস্তামবিউনাকা আহ্বাক্বকুন হুওয়া; কুলঈ

উপভোগ কর, তোমার যা করতে তার বিনিময় তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, (৫৩) তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, এটা কি ঠিক? বলুন, হ্যা

وربى انه لحق ج وما انتم بمعجزين ﴿٥٤﴾ ولو ان لكل نفس ظلمت ما فى

রুকু ১০ ৫

ওয়া রাব্বী ইন্নাহূ লাহ্বাক্বকু, ওয়ামা~আন্‌তুম বিমু'জ্বিযীন। ৫৪। ওয়া লাও আন্না লিকুল্লি নাফসিন্ য্বালামাত মা-ফিল্

আমার প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই তা সত্য এবং তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। (৫৪) আর প্রত্যেক অত্যাচারী, যদি তার অধিকারে থাকত

الارض لافتدت به ط واسروا الندامة لما راوا العذاب ج وقضى

আরদ্বি লাফ্‌তাদাত বিহ, ওয়া আসাররুন্নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-ব, ওয়া কুদ্বিয়া

পৃথিবীর সব বস্তু, তবে অবশ্যই তা সব (শাস্তির) বিনিময়ে দিয়ে দিত। আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন অনুতাপকে গোপন রাখবে এবং তাদের

بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴿٥٥﴾ الا ان لله ما فى السموت والارض ط

বাইনাহুম বিল্‌ক্বিসত্বি ওয়াহুম লা- ইউয্বলামূন। ৫৫। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব,

ফয়সালা ন্যায়ের সাথে করা হবে। তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না। (৫৫) জেনে রাখ! আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অধিকারে।

الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ﴿٥٦﴾ هو يحى ويميت واليه

আলা~ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হ্বাক্বকুঁও ওয়া লা-কিন্না আকছারাহুম লা- ইয়া'লামূন। ৫৬। হুওয়া ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া ইলাইহি

জেনে রাখ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই (আল্লাহ) জীবনদান করেন এবং তিনিই জীবন নিয়ে যান এবং তাঁর দিকেই

ترجعون ﴿٥٧﴾ يايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما

তুরজ্বাউন। ৫৭। ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ জ্বা—আতুকুম মাও'য়িয্বাতুম্ মির রাব্বিকুম ওয়া শিফা—উল্‌লিমা-

তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে কুফরী ব্যাধি

فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴿٥٨﴾ قل بفضل الله وبرحمته

ফিস্ব্‌স্বুদূরি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহমাতুল্ লিলমু'মিনীন। ৫৮। কুল বিফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া বিরাহ্‌মাতিহী

আছে তার চিকিৎসা এসেছে আর তা মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ। (৫৮) বলুন, এটা আল্লাহর দান ও দয়া, সুতরাং এতে তাদের

فبذلك فليفرحوا ط هو خير مما يجمعون ﴿٥٩﴾ قل ارءيتم ما انزل الله

ফাবিযা-লিকা ফাল্ ইয়াফ্‌রাহ্বূ, হুওয়া খাইরুম মিম্মা- ইয়াজ্বমা'উন। ৫৯। কুল আরাআইতুম্‌মা~আন্‌যালাল্লা-হু

খুশী হওয়া উচিত। তারা যা জমা করছে তার চেয়ে এটা অধিক উত্তম। (৫৯) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা

لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا ط قل الله اذن لكم ام على الله

লাকুম মির্ রিয্‌ক্বিন্ ফাজ্বা'আল্‌তুম মিনহু হ্বারা-মাওঁ ওয়া হ্বালা-লা-, কুল আ—ল্লা-হু আযিনা লাকুম আম্ 'আলাল্লা-হি

প্রেরণ করেছেন, তার থেকে তোমরা কিছু হারাম ও হালাল করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ ধরনের করার আদেশ করেছেন না আল্লাহর প্রতি

ওয়াক্বফুন নবী (সাঃ)

ওয়াক্বফুন নবী (সাঃ)

تَفْتَرُوْنَ ۝٦٠ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

তাফ্তারূন। ৬০। ওয়ামা- যান্নুল্লাযীনা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্, ইন্নাল্লা-হা
তোমরা মিথ্যারোপ করছ? (৬০) যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, তাদের কি ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ

লَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦١ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্না-সি ওয়া লাকিন্না আকছারাহুম লা-ইয়াশকুরূন। ৬১। ওয়ামা- তাকূনু ফী শা'নিওঁ
মানুষের উপর দয়াশীল, কিন্তু তাদের অনেকেই অকৃতজ্ঞ। (৬১) আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন এবং

وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا

ওয়ামা- তাত্লূ মিনহু মিন্ কুরআ-নিওঁ ওয়ালা- তা'মালূনা মিন 'আমালিন ইল্লা- কুন্না- আ'লাইকুম শুহূদান
কুরআনের যে কোন স্থান থেকে পাঠ করুন এবং তোমরা যে কোন কাজই কর, আমি তোমাদের

اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا

ইয্ তুফীদ্বূনা ফীহ, ওয়ামা- ইয়া'যুবু 'আর্রাব্বিকা মিম্মিছ্ক্বা-লি যার্রাতিন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা-
উপর লক্ষ্য রাখি, যখন তোমরা সে কাজে লিপ্ত হও এবং আপনার প্রতিপালক থেকে অদৃশ্য নয় সে পৃথিবী ও

فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦٢ اَلَآ اِنَّ

ফিস্ সামা—ই ওয়ালা~আস্বগারা মিন যা-লিকা ওয়ালা~আকবারা ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৬২। আলা~ইন্না
আকাশের মধ্য হতে বিন্দু পরিমাণও কিছু। আর এর চেয়ে না ক্ষুদ্রতর কিছু আছে, না অধিকতর বড় কিছু আছে, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। (৬২) জেনে রাখ!

اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٣ۚۖ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

আওলিয়া—আল্লা-হি লা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা- হুম ইয়াহ্যানূন। ৬৩। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়াকা-নূ
আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না। (৬৩) তারা এমন লোক যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেজগারী

يَتَّقُوْنَ ۝٦٤ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ

ইয়াত্তাকূন। ৬৪। লাহুমুল্বুশ্রা ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আ-খিরাহ, লা- তাবদীলা লিকালিমা-তি
অবলম্বন করে। (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং আখিরাতেও, আল্লাহর বাণী সমূহের কোন

اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٦٥ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ

ল্লা-হ, যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল 'আয্বীম। ৬৫। ওয়ালা- ইয়াহ্যুন্কা ক্বাওলুহুম। 'ইন্নাল 'ইয্যাতা লিল্লা-হি
পরিবর্তন নেই। এটাই বিরাট সফলতা। (৬৫) আর তাদের কথা তোমাকে যেন চিন্তান্বিত না করে, সকল সম্মান আল্লাহরই (নিকট),

جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦٦ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

জ্বামী'আ, হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ৬৬। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মান ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামান্ ফিল্ আরদ্ব,
তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (৬৬) জেনে রাখ! আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই (অধিকারে)।

৬ ৫৭ ১১ রুকূ

৮ ওয়াক্ফে লাযেম

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

ওয়ামা- ইয়াত্তাবি'উল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হি শুরাকা—আ, ইঁ'ইয়্যাত্তাবি'উনা ইল্লায্যান্না
যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো কেবল ধারণারই অনসুরণ করে

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

ওয়া ইন্‌হুম ইল্লা- ইয়াখ্‌রুস্যূন ৬৭। হুওয়াল্লাযী জাআ'লা লাকুমুল্লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা
আর শুধু অনুমান করে কথা বলে। (৬৭) তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার এবং দিনকে করেছেন

مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ

মুবছিরা, ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতিল লিক্বাওমিঁই ইয়াস্‌মা'উন। ৬৮। ক্বা-লুত্তাখাযাল্লা-হু ওয়ালাদান সুবহ্বানাহূ,
দেখবার জন্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র,

هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ

হুওয়াল্ গানিয়্যু, লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফীল্ আরদ্ব, ইন্ 'ইন্দাকুম মিন সুল্‌ত্বা-নিম বিহা-যা,
তিনি অমুখাপেক্ষী, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তোমাদের কাছে এর কোনই দলীল নেই,

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

আতাকূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ৬৯। কুল ইন্নাল্লাযীনা ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা
তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? (৬৯) বলুন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা

لَا يُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ

লা- ইউফ্‌লিহূন। ৭০। মাতা-'উন ফিদ্দুনইয়া- ছুম্মা ইলাইনা- মারজি'উহুম ছুম্মা নুযীকুহুমুল্ 'আযা-বাশ
সফল হবে না। (৭০) এটা দুনিয়ায় ক্ষনিকের সুখ, অতঃপর আমার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব,

الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧١﴾ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ

শাদীদা বিমা- কা-নূ ইয়াকফুরূন। ৭১। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআ নূহ। ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি
তাদের কুফরীর কারণে, (৭১) আপনি তাদের কাছে শুনান নূহের ঘটনা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি

إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا

ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকুম্ মাক্বা-মী ওয়া তাযকিরী বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফা'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালতু ফাআজ্‌মি'উ~
তোমাদের কাছে বোঝা মনে হয়, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াত দ্বারা আমার উপদেশ দেয়া, তবে ভরসা করি আল্লাহর উপর। তোমরা তোমাদের শরীকদেরসহ

৩ ওয়াক্বফে লাযেম রুকু ১২ ع ৭ ● তিন চতুর্থাংশ

✪ টীকা (আঃ ৬৮) ঃ অর্থাৎ দুর্বল হলে সন্তানের কামনা হয়, সন্তানের সাহায্যে সবল হবে। অভাবগ্রস্ত হলে সন্তানের কামনা হয়, সন্তানের উপার্জনে অভাব দূরীভূত হবে। কিংবা হীন ও লাঞ্ছিত হলে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা হয়, সন্তানের উসীলায় সবল ও অভাবহীন হবে। এর সবগুলিই অভাবগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ, অথচ আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবশূন্য। কাজেই তাঁর সন্তান গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। (মুঃ কোঃ)
এতদ্ভিন্ন আল্লাহ হলেন মালিক, আর যাবতীয় বস্তু তাঁর স্বত্বাধীন। ব্যক্তিত্বে ও গুণাবলীতে কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। অথচ সন্তান হলে অবশ্যই তদনুরূপ হতে হবে; কিন্তু খোদার অনুরূপ কোন কিছুই নেই। অতএব, খোদার সন্তান হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়। (বঃ কোঃ)

أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝

আমরাকুম ওয়া শুরাকা—আকুম ছুম্মা লা-ইয়াকুন আমরুকুম 'আলাইকুম গুম্মাতান ছুম্মাক্বূ~ইলাইয়্যা ওয়ালা- তুনযিরূন।
তোমাদের কাজ দ্রুত করে নেও। পরে তোমাদের কাজ যেন উদ্বেগের কারণ না হয়। অতঃপর আমার ব্যাপারে (যা চাও তা) সম্পন্ন কর এবং আমাকে সুযোগ দিও না।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ ﴿٧٢﴾

৭২। ফাইন তাওয়াল্লাইতুম ফা-মা- সাআল্তুকুম মিন আজ্বর, 'ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলাল্লা-হি ওয়া উমিরতু
(৭২) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন (প্রতিদান) চাইনা, আমার প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর নিকট। আমি আত্মসমর্পণকারীদের

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ

আন্ আকূনা মিনাল্ মুসলিমীন। ৭৩। ফাকায্যাবূহু ফানাজ্জাইনা-হু ওয়ামাম মা'আহূ ফিল ফুল্কি ওয়া জ্বা'আল্না-হুম
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। (৭৩) আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে অতঃপর তাকেও তার সাথে যারা নৌয়াক ছিল, তাদেরকে রক্ষা করেছি, তাদেরকে

خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

খালা—ইফা ওয়া আগরাক্বনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-, 'ফানযুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুনযারীন।
আমি প্রতিনিধি করেছি, আর যারা আমার নির্দশনাবলীকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি। দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴿٧٤﴾

৭৪। ছুম্মা বা'আছনা- মিম্ ব'দিহী রুসুলান ইলা- ক্বাওমিহিম ফাজ্বা~উহুম বিলবাইয়্যিনা-তি ফামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ
(৭৪) এরপরে আমি তাদের সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করি। তারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস আনতে

بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا

বিমা- কায্যাবূ বিহী মিন্ ক্বাবল, কাযা-লিকা নাত্বা'উ 'আলা- কুলূবিল্ মু'তাদীন। ৭৫। ছুম্মা বা'আছ্না-
পারছিল না তাতে, প্রথমে তারা যা মিথ্যা বলেছিল। এভাবে আল্লাহ মহর মেরে দেন সীমালংঘনকারীদের অন্তরের উপর। (৭৫) অতঃপর তাদের পরে

مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

মিম বা'দিহিম মূসা- ওয়া হা-রূনা ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালায়িহী বিআ-ইয়া-তিনা- ফাস্তাক্বারূ ওয়া কা-নূ
মূসা ও হারুনকে আমি প্রেরণ করি আমার নিদর্শন ফিরআউন ও তাঁর নেতৃবৃন্দের কাছে, তারা বড়াই করল এবং তারা ছিল

قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝

ক্বাওমাম মুজ্বরিমীন। ৭৬। ফালাম্মা- জ্বা—আহুমুল্ হাক্বকু মিন্ 'ইন্দিনা- ক্বা-লূ~ইন্না হা-যা- লাসিহ্রুম মুবীন।
গুনাহগার সম্প্রদায়। (৭৬) যখন তাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে সত্য এল, তখন তারা বলল, এটা স্পষ্টই যাদু।

- **টীকা (আঃ ৭২) ঃ** এ আয়াতে তাঁর লালসাহীনতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)
- **টীকা (আঃ ৭৩) ঃ** অর্থাৎ নূহ (আ)-এর কাওমকে অসাবধান অবস্থায় হঠাৎ ধ্বংস করা হয় নেই; বরং প্রথমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। যখন তারা সুপথে আসে নি, তখনই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)
- **টীকা (আঃ ৭৫) ঃ** উক্ত মু'জেযা ছিল, হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তাঁর জ্যোতি প্রকাশক হাত। (বঃ কোঃ)
- **টীকা (আঃ ৭৬) ঃ** অর্থাৎ, ফেরআউনের কাওম এই মু'জেযাগুলিকে বিশ্বাস করল না; বরং এর প্রতিবাদ করে আক্রমণাত্মকতা দেখাল, সত্যোদ্ধারের জন্য তারা মোটেই চেষ্টা করল না। এ লোকগুলি পাপানুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই তারা পয়গম্বরের অনুগমন করে নি।

﴿٧٧﴾ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ

৭৭। ক্বা-লা মূসা~আতাক্বূলূনা লিল্হাক্বক্বি লাম্মা- জ্বা—আকুম, আসিহ্রুন্ হা-যা- ওয়ালা- ইউফলিহুস্

(৭৭) মূসা বললেন, যখন তোমাদের কাছে সত্য এল, তখন তোমরা সে সম্বন্ধে এরূপ কথা বলছ? এটা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফল হয়

السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٨﴾ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا

সা-হ্বিরূন। ৭৮। ক্বা-লূ~আজি'তানা- লিতাল্ফিতানা- 'আম্মা- ওয়াজ্বাদনা- 'আলাইহি আ-বা—আনা- ওয়াতাকূনা লাকুমাল্

না। (৭৮) তারা বলল, তোমরা কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে সে পথ থেকে আমরা যে পথের উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে

الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ

কিব্রিয়া—উ ফিল্ আরদ্ব, ওয়ামা- নাহ্নু লাকুমা- বিমু'মিনীন। ৭৯। ওয়া ক্বা-লা ফির'আওনু' তূনী

পেয়েছি, আর যাতে তোমাদের দু'জনার পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়? আমরা তোমাদের দু'জনার উপর বিশ্বাসী নই। (৭৯) ফিরআউন বলল, তোমরা আমার

بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ

বিকুল্লি সা-হ্বিরিন 'আলীম। ৮০। ফালাম্মা- জ্বা—আস্ সাহ্বারাতু ক্বা-লা লাহুম মূসা~আল্কূ মা~আনতুম মুলকূন।

নিকট সকল অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে নিয়ে এস। (৮০) অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসল, তখন মূসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।

﴿٨١﴾ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

৮১। ফালাম্মা~আল্ক্বাও ক্বা-লা মূসা- মা- জ্বি'তুম বিহিস্ সিহ্র, ইন্নাল্লা-হা সাইউবত্বিলুহূ, ইন্নাল্লা-হা

(৮১) যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বললেন, তোমরা যা কিছু এনেছ, তা যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলো অতিদ্রুত অকার্যকর করে দিবেন।

لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ ৮ ১২ ১৩ রুকু

লা- ইউস্বলিহু 'আমালাল্ মুফসিদীন ৮২। ওয়া ইউহ্বিক্বক্বুল্লা-হুল হাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী ওয়ালাও কারিহাল মুজ্রিমূন।

আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কাজ কার্যকর করেন না (৮২) এবং আল্লাহ তার বাণী অনুযায়ী ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা অপসন্দ করে।

﴿٨٣﴾ فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ

৮৩। ফামা~আ-মানা লিমূসা~ইল্লা- যুররিয়্যাতুম মিন ক্বাওমিহী 'আলা- খাওফিম মিন ফির'আওনা ওয়া মালাইহিম আঁই ইয়াফ্তিনাহুম

(৮৩) ফেরাউন ও তার নেতাদের ভয়ে, মূসার প্রতি তার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ব্যতীত কেউই ঈমান আনেনি।

وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَقَالَ مُوْسٰى

ওয়া ইন্না ফির'আওনা লা'আ-লিন ফিল আরদ্ব, ওয়া ইন্নাহূ লামিনাল্ মুস্রিফীন। ৮৪। ওয়াক্বা-লা মূসা-

আর ফিরআউন ক্ষমতাবান ছিল দেশের মধ্যে, নিশ্চয়ই সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) মূসা বললেন,

✪ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ অর্থাৎ, তোমরা কি বলতে চাও যে, তা যাদু? কখনই তা যাদু নয়। কেননা, কোন যাদুকর নবুওয়াতের দাবী করে তার পোষকতায় ঐন্দ্রজালিক লীলা দেখাতে চাইলে সফলকাম হয় না; কিন্তু আমি নবুওয়াতের দাবী করার পর অলৌকিক ব্যাপার দেখাতে সক্ষম হয়েছি। অতএব, আমার এই কার্যকলাপ যাদু ও আমি যাদুকর হওয়া অসম্ভব। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ অর্থাৎ, ফেরআউনের লোক মূসা (আ)-এর এই অকাট্য যুক্তির কোনই উত্তর দিতে পারল না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮২) ঃ এখানে 'বাণী' দ্বারা সেই নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। যা তিনি তাঁর নবীগণকে দান করেছেন অথবা সে নিদর্শন, যা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অথবা যা আল্লাহ তায়ালার "কুন" শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। (কুঃ কারীম)

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ فَقَالُوْا

ইয়া-ক্বাওমি ইন্ কুনতুম আ-মানতুম বিল্লা-হি ফা'আলাইহি তাওয়াক্কালূ~ইন কুনতুম মুসলিমীন। ৮৫। ফাক্বা-লূ

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তাঁর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক। (৮৫) তারা বলল, আমরা

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালনা-, রাব্বানা লা- তাজ্'আলনা- ফিতনাতাল লিল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৮৬। ওয়া নাজ্জিনা বিরাহ্মাতিকা

আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাত্র করো না। (৮৬) আর আমাদেরকে তোমার রহমত

مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ

মিনাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন। ৮৭। ওয়া আওহাইনা~ইলা- মূসা- ওয়া আখীহি আন্ তাবাওয়্যাআ- লিক্বাওমিকুমা- বিমিস্বরা

দ্বারা কাফির সম্প্রদায়ের থেকে নাজাত দাও। (৮৭) আমি মূসা এবং তার ভাইয়ের নিকট অহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে ঘর তৈয়ার

بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ

বুয়ূতাওঁ ওয়াজ্'আলূ বুয়ূতাকুম ক্বিবলাতাওঁ ওয়া আক্বীমুস্ স্বালা-হ, ওয়া বাশ্শিরিল্ মু'মিনীন। ৮৮। ওয়া ক্বা-লা

কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান নির্ণয় কর এবং নামায কায়েম কর এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও। (৮৮) মূসা বললেন,

مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ

মূসা- রাব্বানা~ইন্নাকা আ-তাইতা ফির'আওনা ওয়া মালাআহূ যীনাতাওঁ ওয়া আমওয়া-লান ফিল্ হ্বাইয়া-তিদ দুন্ইয়া

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরআউন ও তার নেতৃবৃন্দকে পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য এবং বহু সম্পদ দিয়েছ।

رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ

রাব্বানা- লিইউদ্বিল্লু 'আন্ সাবীলিক, রাব্বানাত্বমিস্ 'আলা~আমওয়া-লিহিম ওয়াশদুদ 'আলা ক্বুলূবিহিম

হে আমাদের প্রতিপালক! যা দিয়ে তারা তোমার রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের সম্পদ ধ্বংস কর এবং তাদের হৃদয়গুলো মোহর

فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٩﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

ফালা- ইউ'মিনূ হ্বাত্তা- ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৮৯। ক্বা-লা ক্বাদ্ উজ্বীবাত্ দ্বা'ওয়াতুকুমা-

করে দাও। তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কষ্টদায়ক শাস্তি দেখবে। (৮৯) আল্লাহ বললেন, তোমাদের দু'জনার প্রার্থনা গ্রহণ করা হলো।

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٠﴾ وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ

ফাস্তাক্বীমা- ওয়ালা- তাত্তাবি'আ—ন্নি সাবীলাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন। ৯০। ওয়া জ্বাওয়াযনা- বিবানী~ইসরা—য়ীলাল্

সুতরাং তোমরা অটল থাক এবং যারা কিছু জানে না তাদের পথ অনুসরণ কর না। (৯০) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম।

الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ

বাহ্রা ফাআত্বা'আহুম ফির'আওনু ওয়া জুনূদুহূ বাগইয়াওঁ ওয়া 'আদ্ওয়া-, হ্বাত্তা~ইযা~আদরাকাহুল গারাক্

অতঃপর তাদের অনুসরণ করল ফিরআউন এবং তার সৈন্য বাহিনী, অত্যাচার ও শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে ডুবে যাচ্ছিল তখন

قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

ক্বা-লা আ-মানতু আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লাল্লাযী~আ-মানাত বিহী বানূ~ইসরা—ঈলা ওয়া আনা- মিনাল্ মুসলিমীন।
বলল, আমি ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছে যার উপর বনী ইসরাঈল। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

۝٩١ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝٩٢ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ

৯১। আল—আ-না ওয়াক্বাদ 'আস্বাইতা ক্বাবলু ওয়া কুন্তা মিনাল্ মুফসিদীন। ৯২। ফাল্ইয়াওমা নুনাজ্জীকা বিবাদানিকা
(৯১) এখন ঈমান এনেছ? অথচ এর পূর্বে তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি ছিলে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে। (৯২) আজ আমি তোমার দেহটি উদ্ধার করব,

لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ؕ وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝٩٣ وَلَقَدْ — ৯ ع ১৪ রুকূ

লিতাকূনা লিমান খাল্ফাকা আ-ইয়াহ, ওয়া ইন্না কাছীরাম মিনান্ না-সি 'আন্ আ-ইয়া-তিনা- লাগা-ফিলূন। ৯৩। ওয়া লাক্বাদ
যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাক। আর মানুষের মধ্য হতে, অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বেখবর। (৯৩) আমি বনী

بَوَّاْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى

বাওয়া'না বানী~ইসরা—ঈলা মুবাওওয়াআ স্বিদক্বিঁও ওয়া রাযাক্বনা-হুম মিনাত্ত্বাইয়্যিবা-ত, ফামাখ্তালাফূ হাত্তা-
ইসরাঈলকে সুন্দর বাসস্থানে অবস্থান করালাম এবং তাদেরকে উত্তম বস্তু হতে খাদ্য দিলাম। অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসলে,

جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝

জ্বা—আহুমুল্ 'ইল্ম, ইন্না রাব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন।
তারা মতভেদ করল। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন যে বিষয় তারা মতভেদ করেছিল।

۝٩٤ فَاِنْ كُنْتَ فِیْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِیْنَ یَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ

৯৪। ফাইন্ কুনতা ফী শাক্কিম মিম্মা~আনযালনা~ইলাইকা ফাস্আলিল্লাযীনা ইয়াক্বরাউনাল্ কিতা-বা
(৯৪) যদি আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকেন সে সম্পর্কে যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যারা আপনার পূর্বের কিতাব পাঠ করে।

مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝

মিন্ ক্বাবলিক, লাক্বাদ জ্বা—আকাল হাক্বকু মির রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন।
নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের থেকে আপনার কাছে সত্য (কিতাব) এসেছে। আপনি কখনই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

۝٩٥ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝

৯৫। ওয়ালা- তাকূনান্না মিনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাতাকূনা মিনাল খা-সিরীন।
(৯৫) আর যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে আপনি কখনই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৯২) ঃ যখন ফিরআউন ডুবে গেল, তখন তার মৃত্যু হওয়াটা কিছু লোক বিশ্বাস করছিল না। আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সমুদ্র তার মৃত দেহটি উপরে নিক্ষেপ করল এবং তা সকলে দেখে নিল, এখনও তার মৃত দেহটি মিশরের একটি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। (কুঃ কারীম)

০ টীকা (আঃ ৯২) ঃ একদিন জিবরাঈল (আ) ফেরআউনের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, যে গোলাম তার প্রভুর নেয়ামত ভোগ করে সমস্ত গোলামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, অবশেষে অবাধ্য হয়ে প্রভুত্বের দাবী করেছে তার বিধান কি? ফেরাউন নিজ হাতে লিখে দিল, "তাকে ডুবায়ে দিতে হবে।" ফেরাউন যখন সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে ঈমান প্রকাশ করল, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর ফতুয়া দেখায়ে বললেন, তোমার ফতুয়া অনুযায়ীই আমল করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ

৯৬। ইন্নাল্লাযীনা হাক্কাত 'আলাইহিম কালিমাতু রাব্বিকা লা- ইউ'মিনুন। ৯৭। ওয়ালাও জা—আতহুম কুল্লু

(৯৬) নিশ্চয়ই যাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাণী নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তারা ঈমান আনবেনা, (৯৭) যদিও তাদের কাছে সব নিদর্শন আসে,

آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا

আ-ইয়াতিন হাত্তা- ইয়ারাউল 'আযা-বাল 'আলীম। ৯৮। ফালাওলা- কা-নাত্ ক্বারইয়াতুন আ-মানাত্ ফানাফা'আহা~ঈমা-নুহা~

যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখে নেয়। (৯৮) সুতরাং কোন জনপদ (বাসী) এমন কেন হল না, যারা ঈমান এনেছে যা তাদের জন্য

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ইল্লা- ক্বাওমা ইউনুস, লাম্মা~আ-মানূ কাশাফ্না- 'আন্হুম 'আযা-বাল্ খিয্যি ফিল্ হাইয়া-তিদ দুনইয়া-

উপকারে এসেছে? শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অসম্মানজনক শাস্তি দূর করে দিলাম এবং তাদেরকে

وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٩﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

ওয়া মাত্তা'না-হুম ইলা-হ্বীন। ৯৯। ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা লা- আ-মানা মান্ ফিল্ আরদ্বি কুল্লুহুম জ্বামী'আ-,

সুখ উপভোগ করতে দিলাম নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (৯৯) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে পৃথিবীর সকল

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ

আফাআনতা তুক্বরিহুন্না-সা হাত্তা- ইয়াকূনূ মু'মিনীন। ১০০। ওয়ামা- কা-না লিনাফসিন আন্ তু'মিনা

লোকই ঈমান আনত। তবে আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন, মুমিন হওয়ার জন্য? (১০০) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারও

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠١﴾ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا

ইল্লা- বিইযনিল্লা-হ, ওয়া ইয়াজ্'আলুর রিজ্সা 'আলাল্লাযীনা লা- ইয়া'ক্বিলূন। ১০১। কুলিন্যুরূ মা-যা-

পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নহে, আর আল্লাহ তাদেরকে কলুষিত করেন, যারা নির্বোধ। (১০১) বলুন, আকাশ ও পৃথিবীতে

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, ওয়ামা- তুগ্নীল আ-ইয়া-তু ওয়ান্নুযুরু 'আন ক্বাওমিল্ লা- ইউ'মিনূন।

যা কিছু আছে সেগুলো দেখ। নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন, তাদের কোনই উপকারে আসে না, যারা ঈমান আনে না।

﴿١٠٢﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا

১০২। ফাহাল্ ইয়ান্তাজিরূনা ইল্লা- মিছলা আইয়্যা-মিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাবলিহিম, কুল ফানতাযিরূ~

(১০২) তারা কি অপেক্ষা করছে অনুরূপ ঘটনারই, যা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর

إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ

ইন্নী- মা'আকুম মিনাল্ মুনতাযিরীন। ১০৩। ছুম্মা নুনাজ্জী রুসুলানা- ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ কাযা-লিক

আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (১০৩) অতঃপর আমি আমার রাসূলগণ ও মুমিনগণকে এভাবে রক্ষা করি।

حقا علينا ننج المؤمنين ⑩ قل يايها الناس ان كنتم في شك من ديني ১০ ع ১১

হাক্বক্বান্ 'আলাইনা নুন্‌জ্বিল্ মু'মিনীন। ১০৪। কুল ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্ কুনতুম ফী শাককিম মিন দীনী ১৫ রুকূ

মুমিনগণকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। (১০৪) বলুন, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে আমি

فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفكم ج

ফালা~আ'বুদুল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন দূনিল্লা-হি ওয়ালা-কিন আ'বুদুল্লা- হাল্লাযী ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম

আল্লাহকে ছেড়ে সে মাবুদের ইবাদাত করি না, তোমরা যার ইবাদাত কর। বরং আমি এমন আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমি নির্দেশিত

وامرت ان اكون من المؤمنين ⑩ وان اقم وجهك للدين حنيفا ج ولا

ওয়া উমিরতু আন আকুনা মিনাল্ মু'মিনীন। ১০৫। ওয়া আন্ আক্বিম্ ওয়াজ্‌হাকা লিদ্দীনি হ্বানীফা-, ওয়ালা-

হয়েছি যে, আমি যেন মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর স্বীয় চেহারাকে একাগ্রতার সাথে (এ) দ্বীনের প্রতি কায়েম রাখবে,

تكونن من المشركين ⑩ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ج

তাকূনান্না মিনাল্ মুশরিকীন। ১০৬। ওয়ালা- তাদ'উ মিন দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়ানফা'উকা ওয়ালা- ইয়াদ্বুররুক,

এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১০৬) আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকবেন না, যারা আপনার উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।

فان فعلت فانك اذا من الظلمين ⑩ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له

ফাইন ফা'আলতা ফাইন্নাকা ইযাম মিনায্ব্বালিমীন। ১০৭। ওয়া ইঁইয়াম্‌সাস্‌কাল্লা-হু বিদ্বুররিন্ ফালা- কা-শিফা লাহু~

যদি আপনি এরূপ করেন তবে আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (১০৭) যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন দুঃখ দুর্দশা দেন তবে তা তিনি ছাড়া দূর করার আর

الا هو ج وان يردك بخير فلا راد لفضله ط يصيب به من يشاء من عباده ط

ইল্লা- হুওয়া, ওয়া ইঁইউরিদ্‌কা বিখাইরিন ফালা- রা—দ্দা লিফাদ্বলিহ, ইউস্বীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহ,

কেহই নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার করুণা রহিত করার কেউই নেই। তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান তাকে তার করুণা দান করেন।

وهو الغفور الرحيم ⑩ قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ج فمن

ওয়া হুওয়াল গাফূরুর রাহ্বীম। ১০৮। কুল ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা—আকুমুল্ হ্বাক্বক্বু মিররাব্বিকুম, ফামানিহ্

তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৮) বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে সত্য (কালাম) যে সৎ পথে আসবে সে তো নিজের

اهتدى فانما يهتدي لنفسه ج ومن ضل فانما يضل عليها ط وما انا عليكم

তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্‌তাদী লিনাফ্‌সিহ, ওয়া মান দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-, ওয়ামা~আনা 'আলাইকুম

জন্যই সৎ পথে আসবে। আর যে বিপথে থাকবে, তার বিপথে চলার দায় তাদের উপরই পড়বে। আর আমি তোমাদের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি

بوكيل ⑩ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله ج وهو خير الحكمين ○ ১১ ع ৬

বিওয়াকীল। ১০৯। ওয়াত্তাবি' মা-ইউহা~ইলাইকা ওয়াস্বিবর হ্বাত্তা- ইয়াহ্বকুমাল্লা-হু ওয়া হুওয়া খাইরুল হ্বা-কিমীন। ১৬ রুকূ

নই। (১০৯) আর আপনার প্রতি যে ওহী প্রদান করা হয়েছে তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন যতক্ষণ না আল্লাহর ফয়সালা আসে এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২৩
রুকূ ঃ ১০

① الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ
১। আলিফ্ লা—ম, রা-কিতা-বুন উহ্‌কিমাত আ-ইয়া-তুহূ ছুম্মা ফুস্‌সিলাত মিল্লাদুন্ হাকীমিন্ খাবীর।
(১) আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব; যার আয়াতগুলো দৃঢ় করা হয়েছে। অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বিজ্ঞ সর্বজ্ঞাত (আল্লাহর) নিকট থেকে।

② اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ ③ وَّاَنِ
২। আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হ, ইন্নানী লাকুম মিন্‌হু নাযীরুওঁ ওয়া বাশীর। ৩। ওয়া আনি
(২) এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর তরফ হতে তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা। (৩) আর এ

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ
স্তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম ছুম্মা তূবূ~ইলাইহি ইউমাত্তি'কুম মাতা-'আন হাসানান্ ইলা~আজ্বালিম
(জন্যই) যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে মাফ চাও। অতঃপর তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত

مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
মুসাম্মাওঁ ওয়া ইউ'তি কুল্লা যী ফাদ্বলিন ফাদ্বলাহ, ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম
সুন্দর উপভোগের বস্তু দান করবেন এবং প্রত্যেক সঠিক আমলদারকে সঠিক অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি তোমাদের জন্য

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ
'আযা-বা ইয়াওমিন্ কাবীর। ৪। ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।
মহা দিনের শাস্তির ভয় করি। (৪) আল্লাহর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী।

⑤ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ
৫। আলা~ইন্নাহুম ইয়াছ্‌নূনা স্বুদূরাহুম লিইয়াস্তাখ্‌ফূ মিনহু, আলা- হ্বীনা ইয়াস্তাগশূনা
(৫) জেনে রাখ! নিশ্চয়ই তারা তাদের বক্ষকে সরিয়ে রাখে, আল্লাহ থেকে গোপন রাখার জন্য। খবরদার! তারা যখন তাদের বস্ত্র,

ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۙ
ছিয়া-বাহুম ইয়া'লামু মা- ইউসিররূনা ওয়ামা- ইউ'লিনূন, ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্‌স্বুদূর।
আচ্ছাদিত করে তিনি (আল্লাহ) তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে সবই জানেন। নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ের কথাগুলো জানেন।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ الا انهم يثنون صدورهم - এ আয়াতটি সে সব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা লজ্জার কারণে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া এবং স্ত্রীসহবাসের সময় বিবস্ত্র হওয়া পছন্দ করতনা। আল্লাহ তায়ালা দেখবেন, এ কারণে এ সময়ে তাঁরা তাদের লজ্জাস্থান গোপন রাখার জন্য নিজ বক্ষকে সরিয়ে নিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, রাতের আঁধারে তারা যা করে তাও আল্লাহ দেখেন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে যা করে সে কাজগুলোও আল্লাহ দেখেন। (কোঃ কারীম) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ আখ্‌নাস ইবনে শোরাইক নামক জনৈক মুনাফেক অতিশয় মিষ্টভাষী ছিল, হুযূর (সা)-এর দরবারে এসে খুব চাটুকারিতা করত এবং তাঁর প্রতি নিজের অনুরাগ দেখাত; কিন্তু ভিতরে সে হাড়ে হাড়ে বদলোক ছিল। আল্লাহ এ আয়াতে তার কপটতার সংবাদ দিয়ে বলছেন, "কেউ তার বাহ্যিক ব্যবহারে ভুলে যেওনা।" (মুঃ কোঃ)